দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে নীল দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচনে শিক্ষকদের সরকার সমর্থক নীল দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। গতকাল অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ৩৫টি সদস্য পদের মধ্যে নীল দল ২৭টি, বিএনপি সমর্থক সাদা দল ৫টি এবং বাম ও মধ্যপন্থীদের গোলাপী দল ৩টি পদে বিজয়ী হয়েছে। জামায়াত সমর্থক সাদা দলের প্রার্থীরা কেউই জয়ী

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হননি। নির্বাচনে নীল দলের এ বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম সিনেটে সরকারী দল আওয়ামী লীগ সমর্থকরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। ১০৪ সদস্যের সিনেটে অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষক ও প্রিন্সিপালদের শূন্য ১৫টি পদ বাদ দিয়ে বাকী ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে সাদা দলের সদস্য থাকছেন মাত্র ১৫ জন। এর মধ্যে গতকাল নির্বাচিত ৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া ডাকসু ভেঙ্গে দিলে ডাকসুর ছাত্র প্রতিনিধি ৫ জন এবং চ্যান্সেলর মনোনীত ৫ জন সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করলে বা আগামী জুন মাসের পর তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সিনেটে সাদা দলের সদস্য থাকবেন মাত্র ৫ জন। গতকালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সমর্থক সাদা দলের প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ২১৭ ভোট পান। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক দুই সাদা দলের ভোট সম্মিলিত হলে সাদা দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতো।

এ শিক্ষক প্রতিনিধিগণ ৩ বছর মেয়াদের জন্য সিনেট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

নির্বাচনে নীল দলের নেতা বিগত ভিসি প্যানেল নির্বাচনে বিজয়ী অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এটিএম জহরুল হক সর্বোচ্চ ৪৯১ ভোট পেয়েছেন। ভিসি প্যানেলে বিজয়ী নীল দলের অপর নেতা প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডঃ শাহাদাত আলী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫০ ভোট এবং সাদা দলের নেতা পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৩৩ ভোট পান। নীল দলের নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী চতুর্থ সর্বোচ্চ ৪৩১ ভোট পান। অপর দিকে, সাদা দলের অন্যতম নেতা বাংলা বিভাগের প্রফেসর সাঈদ-উর রহমান ২৩৮ ভোট পেয়ে চরম ভরাডুবির শিকার হন। অতি প্রভাবশালী একজন প্রতিমন্ত্রীর ভাতিজা, কট্টর সরকার সমর্থন হিসেবে পরিচিত প্রফেসর মুনতাসীর মামুন বাম ও মধ্যপন্থীদের গোলাপী প্যানেলের প্রার্থী হিসেবে ২৫৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

গতকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত টিএসসিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ৯৮৩ জন ভোটারের মধ্যে ৯০৩ জন ভোট দেন। সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনার কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শামসুল হক ফলাফল ঘোষণা করেন।

সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্যের মধ্যে নীল দল থেকে নির্বাচিত ২৭ জন হলেন ঃ ডঃ এটিএম জহরুল হক (৪৯১ ভোট), ডঃ শাহাদাত আলী (৪৫০), ডঃ মোস্তফা চৌধুরী (৪৩১), ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (৪০৯), ডঃ ইফতেখার গনি চৌধুরী (৩৯৭), ডঃ সুলতানা শফি (৩৮৭), ডঃ হোসেন মনসুর (৩৭১), ডঃ আমিনুর রশিদ (৩৬৯), ডঃ আবুল হাশেম (৩৬৬), ডঃ আনোয়ার হোসেন (৩৫৬), ডঃ ইমামুল হক (৩৫২), ডঃ এবিএম মাহমুদ (৩৫১), কাজী আফরোজ জাহান আরা (৩৪৭), ডঃ আবদুল আজিজ (৩৪৬), মিসেস নাসরিন আহমদ (৩৪২), ডঃ মাহফুজুর রহমান (৩৩৮), ডঃ মোহব্বত খান (৩৩৬), শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া (৩৩৫), ডঃ খন্দকার নিজাম উদ্দীন (৩৩১), ডঃ মাহতাব উদ্দীন আহমেদ (৩৩১), ডঃ রাজীব হুমায়ূন (৩৩১), ডঃ আবদুল মান্নান (৩৩০), ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দীন আহমদ (৩২৯), ডঃ সহিদ আকতার হুসাইন (৩২৮), ডঃ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী (৩১৫), ডঃ আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী (৩১১) ও ডঃ নওশের আলী খান (৩০৯)।

সাদা দল থেকে নির্বাচিত ৫ জন হলেন ঃ ডঃ আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার (৪৩৩ ভোট), ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান (৩২৪), প্রফেসর আবু আহমেদ (৩১৯), ডঃ সিরাজুল ইসলাম খান (৩১৫) ও প্রফেসর নূরুল আমিন বেপারী (৩০৯)।

গোলাপী দল থেকে নির্বাচিত ৩ জন হলেন ঃ ডঃ আমিনুল ইসলাম (৩৮০ ভোট), প্রফেসর কে এম সাদউদ্দীন (৩৬৭) ও ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী (৩৩৪)।

নীল দলের ডঃ নওশের আলী খান, ডঃ রফিক উল্লাহ খান, সাদা দলের ডঃ হাবিবা খাতুন ও নূরুল আমিন বেপারী- এ ৪ জন সমান ৩০৯ ভোট পান। পরে লটারিতে জিতে নূরুল আমিন বেপারী (সাদা) ও নওশের আলী খান (নীল) নির্বাচিত হন।

জামায়াতে ইসলামী সমর্থক সাদা দলের প্রার্থী শাহজাহান মিয়া ২১৭, ডঃ আতাউর রহমান ২১৫, চৌধুরী মাহমুদ হাসান ১৭৭, ডঃ মোঃ আবদুর রব ১৬৯ ও ডঃ আমিনুর রহমান মজুমদার ১৬৭ ভোট পান।